বাংলা শারিয়া -৪

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি **ভোরের কাগজ** অনলাইন ১৯ শে মে ২০০৫

দৌলতপুরে স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ঃ দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামের মতলেব আলী তার স্ত্রী আরজু খাতুনকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে আর একই ইউনিয়নের সোনাইকুণ্ডি গ্রামের ওমর আলী নামের এক পাষণ্ড পিতা তার কিশোর পুত্রকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

****

এবারে নীচের আইন মোতাবেক খুনীদের শাস্তি দিনঃ- বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন-প্রথম খন্ড।

পৃষ্ঠা ৫৩ ধারা ৫৬ ঃ- ‘‘মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তিকে এবং অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হইবে’’।

পৃষ্ঠা ৫৪ ধারা ৬৫ ক ও খঃ- ‘‘কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতামাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী (যত উর্ধগামী হউক) কাহাকেও হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হইবে। পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানী পর্যায়ক্রমে পুত্রকে বা নাতিকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হইবে না কিন্তু দিয়াত (নিহতের পরিবার খুনের বিনিময়ে খুনীর কাছ থেকে টাকা দাবী করলে -ফতেমোল্লা) প্রদান বাধ্যকর হইবে’’।

ওপরের দুটোই একই মামলা, নিরপরাধ মানুষ খুনের মামলা। আইন মোতাবেক দুই খুনীকে শাস্তি দিন।
কি মনে হয়, পাঠক!

****

আরো মিলিয়ে নিনঃ-

- ‘‘মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তিকে এবং অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হইবে’’ - বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন-প্রথম খন্ডের পৃষ্ঠা ৫৩ ধারা ৫৬।

- ‘‘ইসলামী রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম-কে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড হইবে না’’ - শারিয়ার মূল কেতাব ইমাম শাফি’র ‘‘রিসালা’’ পৃষ্ঠা ১৪২ এবং দি পেনাল ল’ অফ ইসলাম- পৃষ্ঠা-১৪৯।

- ‘‘সব খুনেরই বিচার সমান, খুনের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোন ভেদাভেদ নাই’’- ‘‘ইসলামিক ল’ অ্যান্ড কনষ্টিটিউশন’’- পৃঃ ২৮৩ মৌদুদি এবং ‘‘হিউম্যান রাইটস্ ইন ইসলাম’’ পৃঃ ১২ - মৌদুদি।

- ‘‘আবু যুহায়রা বলেন - আমি আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করিলাম, কোরাণের বাহিরে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি? আলী বলিলেন - না। তবে.........কোন অবিশ্বাসীকে খুন করবার জন্য কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড হইবে না’’ - সহি বোখারী- খন্ড ৪ হাদিস নম্বর ২৮৩, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান।

- একই হাদিস থাকার কথা ইন্টারনেটের সহি হাদিস সুনান আবু দাউদ-এর ১৪-২৭৪৫ অংশেও।

- ‘‘কেহ যদি কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে ও তাহা প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চয়ই খুনীর মৃত্যুদন্ড হইবে’’ (ধারা ২১)। ‘‘কোন অবিশ্বাসীকে খুন করার বদলে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে খুন করিবে না’’ -(ধারা ১৪) - নবীজীর মদিনায় বানানো প্রথম শান্তিচুক্তি ‘‘দি ফার্ষ্ট রিটন কনষ্টিটিউশন ইন দি ওয়ার্লড’’ পৃষ্ঠা ৪৫ ও ৪৭- মুহম্মদ হামিদুল্লাহ ১৯৪১ (কোথায় শান্তিচুক্তি আর কোথায় কনষ্টিটিউশন!)

এবারে মজার একটা ধাঁধা।
বলুন তো, কোন খিঁচুড়ী রাঁধাও যায়না খাওয়াও যায় না কিন্তু করা যায়?

ক্লুঃ- জবাবের বাংলা নামের শুরুটা ‘‘জ’’ দিয়ে।

আল্লার আইন, তাই না ?

বটে !!

১৯ মে, ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)